প্রশ্ন

রবীন মজুমদার

সবাই শুধুই সমাজ সমাজ করে,
কি দিয়েছে সমাজ মানুষকে?
ভালো কিছু করলে কেউ মনে রাখে না
খারাপ কিছু করলে শোনাতেও ছাড়ে না।
তবে সমাজ কি পেরেছে দিতে
ক্ষুধাতুর শিশুর পেটের ভাত!
সমাজ কি বোঝে না,
নাকি না বোঝার ভান করে?
ক্ষুধার্ত শিশু বোঝে না সমাজ,
চায় শুধুই দুবেলা পেট পুরে খেতে।
পেরেছে কি সমাজ,
নারীর হারানো সম্মান ফিরেয়ে দিতে?
বরং তাকে ধর্ষিতার পরিচয়ে বাঁচতে হয়েছে।
যখন ফুটপাথের পাগলিটাও মা হয়েছিল
সমাজেরই কোন এক অন্ধ গলির মাঝে,
সেদিন আমার সমাজ কোথায় ছিল মুখ লুকিয়ে?
এ শুধুই আমার কথা নয়,
অতীতও এই ভয়ঙ্করের সাক্ষী আছে।
তাহলে সমাজ বলব কাকে?
সবার জন্য সমাজের সংজ্ঞা ভিন্ন কেন হবে?
তাহলে সেই সমাজকে তোয়াক্কা করে কী হবে!

সমাজ বলতে আমি যা বুঝি,
সে তো আমাদেরই সংগঠিত ঐক্য।
আর আমরা আজ শুধুইমাত্র নামাঙ্কিত মানুষ,
নেই আমাদের কোন মনুষ্যত্ব।
যেখানে রক্তের রং লাল, ধর্মের পতাকার রং ভিন্ন,
এখানে মানুষ ভুলেছে, মানবিকতাই বড় ধর্ম।
মানবিকতা ভুলে মানুষ কৃত্রিম ধর্মের বুলি আওড়াচ্ছে,
বিবেকের কথা ভুলে ধর্মগুরুর ভাষনে নাচছে।
ধর্মের দালাল আজ মানবিকতার ধ্বজ্বা ওড়াচ্ছে,
সমাজ বলতে তারা এখন নিজ ধর্মজগৎকেই বোঝে।
মানুষগুলো আজ বিবেক জলাঞ্জলি দিয়ে
মনুষ্যত্বকে বাজারে আলু পটলের মতো বিক্রি করছে।
তাই দিনের শেষে একটা প্রশ্ন ক্লান্ত হয়ে,
বিবেকের দরজায় টোকা মারে, আর বলে,
সমাজ কি? আসলে সমাজ কাকে বলে?
বিবেকও হেসে উত্তর দেয় ক্লান্ত প্রশ্নকে,
যেখানে মানবিকতা সংগঠিত হয় না
মানুষ ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করে,
সেখানে সমাজ সৃষ্টিই বা হয়েছিল কবে?